যুগান্তর

JUN. 13 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

কমিউনিটি শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগবিধি অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওই বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি শিক্ষকদের সমপরিমাণ বেতন স্কেল না দিয়ে শুধু ভাতা হিসাবে ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। বর্তমান কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামের বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪-১৫ মিনিট পর্যন্ত পাঠদান করতে হয়। জাতি গঠনের মহান পেশা ও গুরুদায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও মাত্র ৫০০ টাকা ভাতা একজন শিক্ষক/শিক্ষিকার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। সমাজের কাছে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয় এবং বেকার জীবনের চেয়েও দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। এটা সত্যিই অমানবিক। ১৯৯৭-এর জুলাই থেকে দেশের সব কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পেলেও বিএনপি আমলে ওই বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত বিধায় আওয়ামী লীগ সরকার কমিউনিটি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করেনি। তাই আমাদের কিছু দাবি তুলে ধরছি :

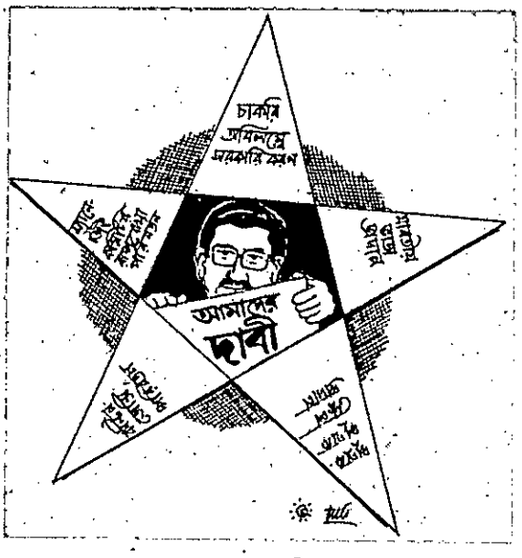

১। বাংলাদেশের সব কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের চাকরি অবিলম্বে সরকারিকরণ। ২। জাতীয় বেতন স্কেলে ১০০% ও বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রদান। ৩। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পৃথক পৃথক স্কেল প্রদান। ৪। বিদ্যালয়ের কন্টিনজেন্সি ৩০ টাকার পরিবর্তে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিমাণ প্রদান। ৫। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির রূপরেখা পরিবর্তন করা।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাওলানা শাহ মোহাম্মদ অলি উল্লাহ সুলতানী
সভাপতি, মুরাদনগর উপজে[লা]
কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমি[তি]
কুমিল্লা